"মিষ্টি বাচ্চারা - যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা তার পার্টে রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে ১০০% রেস্ট পাওয়া সম্ভব নয়, সে রেস্ট পাবে একমাত্র নির্বাণধামে, কারণ সেখানে তার কোনো পার্ট নেই"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চারা শ্রীমতের পথে চলতে চলতে পড়াশোনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়, তাদের মনে কোন্ সংকল্প জেগে ওঠে, যা ক্রমশ বিকল্পের রূপ ধারণ করে?

*উত্তরঃ - ১. তাদের মনে বাবার হাত ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প জেগে ওঠে । বাবা বলেন এই সংকল্পের আগমনই হলো বিকল্প। এইরকম সংকল্প করাও পাপ। পড়াশুনা না করার অর্থই হলো ক্লান্ত হয়ে যাওয়া। এইরকম বাচ্চারা নিজেদের ভাগ্যের উন্নতির পথ নিজেরাই বন্ধ করে দেয়। ২. কোনো কারণে যদি অভিমান বশতঃ কেউ মাতা পিতার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে সে ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী (রাজ্য ভাগ্য) হারিয়ে ফেলে।

*গীতঃ- আজ অন্ধকারে রয়েছে মানুষ...

ওম্ শান্তি । এ হলো ভক্তির গান বা প্রার্থনা। ওরা কার কাছে এই প্রার্থনা করে? ভগবানের কাছে। কিন্তু নিবিড় আঁধারে থাকার জন্য মানুষ ভগবানকে জানতেই পারেনা। তাহলে তাদের এই প্রার্থনা কে শুনবে? ভগবান যখন তাদের আর্তনাদ শোনেন, তখন তিনি এসে জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করেন। কিন্তু যদি বাচ্চারাই ভগবানকে না জানে, তাহলে তিনি শুনবেন কিভাবে? এখন তোমরা তাঁর সম্মুখে বসে রয়েছো। ভগবান এসে তোমাদেরকে ঘোর অন্ধকার থেকে প্রকাশময় দিবসে নিয়ে যাচ্ছেন। গায়ন রয়েছে - ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিন। মানুষ রাত্রিকালে দ্বারে দ্বারে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরেছে অনেক। কখনো পাহাড়ে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম স্থানে, মন্দিরে, মসজিদে গমন করে। কিন্তু ভগবানকে কোথায় পাওয়া যাবে? ভারতে সেই ঈশ্বরের জন্ম পালন করা হয় - শিবরাত্রি বলা হয়ে থাকে। তাঁরই স্মরণিক প্রতিমা ভারতেই রয়েছে । কিন্তু মানুষ এটা বুঝতে পারে না যে, তিনি কখন এখানে আসেন! মানুষ একেবারেই ঘোর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। এখন আর তোমরা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। তোমরা নিজেদের পুরুষার্থের ক্রম অনুযায়ী সেই আলোকময় দুনিয়াতে আসা যাওয়া কর। বাচ্চারা, এই সমস্ত সৃষ্টির রচনা কে করেন আর কিভাবে করেন - তা তোমরা এখন জানো।

তোমরা এখানে এসেছ - ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে ঈশ্বর তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন - মানুষ থেকে দেবতা করে তুলছেন। এই নলেজ তোমরাও ক্রম অনুযায়ী বুঝতে পারো। কেউ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে, কেউ পুরোপুরি বুঝতে পারে না বলে, মাতা-পিতার প্রতি রুষ্ট হয়ে, বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়। যাদের উদ্দেশ্যে গায়ন রয়েছে - আশ্চর্যজনক ভাবে মাতা পিতার থেকে বিমুখ হয়ে যায়। পশ্যন্তী (দেখে), কথন্তী (বলে) আর তারপর বিমুখ হয়ে যায়.... তারা এটাও জানে যে মাতা পিতার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হবে, কিন্তু আবার তা ভুলে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন - যাকে শান্তি বলা হয়, তা শুধুমাত্র প্রাপ্ত হতে পারে শান্তিধামে অথবা নির্বাণধামে - সেই স্থানকে মুক্তিধামও বলা হয়ে থাকে। যদি কেউ বলে যে সে ১০০% রেস্টে (বিশ্রামে) রয়েছে - তা হতেই পারে না, কারণ এখানে এইরকম কথা কেউ বলতে পারে না। সারাদিনে কোনো না কোনো কর্ম অবশ্যই হতে থাকে। তবে হ্যাঁ, রাত্রিতে অল্প সময়ের জন্য নিদ্রামগ্ন হওয়াকেও রেস্ট নেওয়া বলা হয়। কারণ আত্মা বলে যে - আমি সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে গেছি, এখন রেস্ট নিচ্ছি। আত্মা তখন নিজেকে ডিট্যাচ (পৃথক/অনাসক্ত) করে নেয়। এ তো তোমরা জানো যে বাবা শান্তিধামে থাকেন। নাকি তোমরা এটা ভাবো যে, পরমপিতা পরমাত্মা ওখানে রেস্টে (বিশ্রামে) থাকেন। যখন পরমাত্মার কোনো পার্ট থাকে না, তখনই শুধুমাত্র তিনি রেস্টে থাকেন। তিনি মুক্তিধামে কোনো কর্ম করেন না। এইসব কিছু খুব ভালোভাবে বোঝার বিষয়। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা ক্রমশ খুলতে থাকে। বাবা বলেন - তোমরা কি জানো যে, আমি কখন রেস্টে (বিশ্রামে) থাকি? বাচ্চারা, তোমরা তো স্বর্গে সুখে বসবাস করো, সেখানে তোমরা সুখ-শান্তিতে বিরাজ করো। সেই স্থানকে রেস্ট করার স্থান (বিশ্রামাগার) বলা হয় না। যখন তোমাদের কোনো পার্ট নেই, তখন তাকে বলা হয় রেস্ট। যখন তোমরা স্বর্গে সুখভোগ করবে, তখন আমাকে আর কোনো রকমের কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। আমি ওখানে (ঘরে) শান্তিতে থাকি, ওখানে শান্তির অর্থ হল রেস্ট। এখানে রেস্টে থাকা সম্ভব নয়। আত্মা বলে - রাত্রিতে নিদ্রার সময়, আমি রেস্টে থাকি। সেই সময় রেস্টে থাকি অথবা শান্ত হয়ে থাকি - ব্যাপারটা একই। আত্মা রাত্রিতে অশরীরী হয়ে যায়, শান্ত হয়ে যায়। তারপরে ঘুম ভাঙ্গার পর আবার কর্ম ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়, তখন আন-রেস্ট (অশান্ত) অবস্থা শুরু হয়। কর্ম করার সময় আত্মার অবস্থা হয় আন-রেস্ট (অশান্ত)। সত্যযুগে আন-রেস্ট (অশান্ত) অবস্থা আসার কোনো ব্যাপারই নেই,

আন-রেস্ট (অশান্ত) করে তোলে মায়া। ওখানে এমনও বলা যায় না যে, তোমরা রেস্টে থাকো। কাজকর্ম সবই করো, কিন্তু অশান্ত হয়ে থাকো না। রেস্ট - এই জগতে, এই শব্দটির প্রকৃত অর্থে কোনো অস্তিত্বই নেই । মনে করো, কেউ বলছে যে, তারা শিমলা যাচ্ছে রেস্ট করার জন্য - কিন্তু রেস্ট এর প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী, তারা কখনোই তা পায় না। সত্যিকারের রেস্ট তখনই পাবে, যখন তোমরা নির্বাণধামে থাকবে, সেখানে তোমরা চুপ হয়ে থাকবে। এছাড়া আর কোথাও কারোর রেস্ট নেই। যদি কেউ বলে যে সে, ১০০% রেস্টে রয়েছে তাহলে তা ভুল। একে বলা হয় অজ্ঞানতা । তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্যই বলা যেতে পারে - যদি কেউ পড়াশুনা করতে না চায়, তাহলে সে রেস্ট নিয়ে থাকে। পড়াশুনা না করে রেস্ট নেওয়া - এত ক্লান্ত হওয়ার লক্ষণ। এতে সে নিজেই নিজের ভাগ্যের উন্নতির পথ বন্ধ করে দেয়।

বোঝানো হয় - হে রাতের পথিক, স্বর্গের পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে যেও না, বিমুখ হয়ে যেও না। মাতা-পিতাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সংকল্পও যেন মনে না আসে। এই সংকল্প যদি আসে, তাহলে তাকে বিকল্প বলা হয়। এমন মাতা-পিতা যাঁর থেকে স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হয় তাঁর জন্য এমন সংকল্প কেনই বা মনে আসবে! বাচ্চারা বাবাকে চিঠিতে লেখে - কখনো কখনো এমন সংকল্প মনে জেগে ওঠে - কিছুই বুঝতে পারছি না এইসব পড়াশোনা ছেড়েই দিই। আরে, এই সময়টাই তো বোঝার সময়। বুঝতে পারা অর্থাৎ পড়াশোনা করা, তোমরা জানো যে তোমরা এখন পড়াশোনা করছো। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, সবার উপরে তাঁর স্থান, তাঁকে আর কেউই জানতে পারে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু শংকর অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণকেও যদি বা কেউ জানে, কিন্তু ভারতবাসীদের এ কথা জানাই নেই যে - লক্ষ্মী-নারায়ণ এই রাজত্ব কবে গ্রহণ করেছিলেন, আর কেই বা তাদেরকে এই রাজত্বের অধিকার দিয়েছিলেন? মায়া একেবারেই ঘোর অন্ধকারে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। বাবা এসে বোঝাতে থাকেন যে - রচয়িতা পিতা, এই মনুষ্য সৃষ্টির রচনা কেমন ভাবে করেন? সে কথা কেউই জানে না। বাবা এসে বুঝিয়ে দেন যে - প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে ক্রিয়েটার (রচয়িতা) বলা যায় না। তাঁকে যদিও প্রজাপিতা বলা হয়, তাহলেও তিনি রচয়িতা নন। মানুষ বলে যে - তাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। নিরাকার ফাদারকে ই রচয়িতা বলা যায়। যিনি রচয়িতা, সেই পিতাকে নিশ্চয়ই মানুষই জানবে, জন্তু-জানোয়ারের পক্ষে তাঁকে জানা সম্ভব নয়। জন্তু-জানোয়ারেরা কখনোই নিজের মুখে বলে না যে, তাদেরকে পরমাত্মা সৃষ্টি করেছেন। মানুষ বলতে পারে যে - আমাকে সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং ভগবান । সুতরাং বাবা এসে বোঝাতে থাকেন যে - তোমরা দেখো যে এই রচনা কিভাবে রচিত হয়েছে? সবার প্রথমে মুখ বংশাবলির রচনা হয়। বাচ্চারা বড় হলে তবেই তারা পিতা হতে পারে। এই অসীমের পিতা বলেন - দেখো, আমি কিভাবে এই রচনাকে সৃষ্টি করি। এঁর (ব্রহ্মা বাবার) মধ্যে প্রবেশ করে, এঁর মুখের দ্বারা আমি বলি - হে আত্মা, তোমরা তো আমারই, আমি তোমাদের পিতা। বাচ্চারা, অতঃপর এঁর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে রচনা করি। তোমরা হলে মুখ বংশাবলি। অজ্ঞান কালেও তো বলা হয়ে থাকে যে - যেমনই হোক না কেন, সে আমার আপন। বাবাও এরকমই বলেন। তোমরা সকলে ব্রহ্মার সন্তান হয়ে যাও। এখন তোমরা হলে মুখ বংশাবলি, এরপর তোমরা হবে মাতৃ গর্ভজাত বংশাবলি। বাবা বলেন যে - তোমরা তো আমার, এরপর তোমরা দৈবী বংশে জন্ম নেবে। বাবা এই ঈশ্বরীয় রচনা কেমন ভাবে রচনা করেন - তা কেউই বুঝতে পারে না। বাবা বুঝিয়ে দেন যে - ইনিও (ব্রহ্মা বাবাও) বলেন যে, আমিও মুখ বংশাবলি হয়ে উঠি। বাবার সাথে সাথে মায়েরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তোমরা বলো যে - তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলি, শিববাবা তোমাদেরকে আপন করে নিয়েছেন। সেজন্য তাঁকে শরীরধারী হতে হবে। শিববাবার তো কোন শরীর নেই। তিনি ব্রহ্মা বাবার শরীরের লোন নিয়ে তারপর তিনি সেই দেহের মাধ্যমে বলেন যে - তোমরা সকলেই আমার - একেই বলা হয় মুখ বংশাবলি। শিববাবা এঁনার মুখের মাধ্যমে, এই স্ত্রীর মাধ্যমে বলেন যে - বাচ্চারা তোমরা আমার। এসব কথা শুধু বাবাই বুঝিয়ে দিতে পারেন, এছাড়া অন্য কোন শাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থে এ সকল কথার কোনো উল্লেখ নেই। তোমরা এখন এ'সব কথা জানতে পারছো, এরপর এসবই অবলুপ্ত প্রায় হয়ে যাবে।

এখন ঘোর অন্ধকারের সময় চলছে। বাবা এসে চতুর্দিক জ্ঞানের আলোয় ভরিয়ে দেন - সেই কারণেই ব্রহ্মার রাত এবং ব্রহ্মার দিনের গায়ন রয়েছে। কিছু তো সত্যতা অবশ্যই রয়েছে। বলে না যে, যে মিথ্যা তো মিথ্যাই, তাতে সত্য বিন্দুমাত্রও নেই । কিন্তু বাবা বলেন - অল্প বিস্তর কিছু না কিছু থেকেই যায়, সম্পূর্ণ প্রলয় হয়ে যায় না। অত্যন্ত অল্প সংখ্যক কিছুজন থাকবে, তারপর পুনরায় মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। মানুষ তো মহাপ্রলয়ের কথা বর্ণনা করে দিয়েছে। কিন্তু মহাপ্রলয় কখনই হয় না। এমনটা কখনোই নয় যে, সাগরের জলে অশ্বত্থ পাতার ওপর বসে শিশু রূপে শ্রীকৃষ্ণ আসেন - এই সবই হলো গল্পকথা। বাবা বুঝিয়েছেন - তোমরা যখন সত্যযুগে আরামদায়ক মহলরূপী মাতৃগর্ভে প্রবেশ করবে তো, সেখানে অতি আনন্দে থাকবে। ওখানে কোনো রকম দুঃখ বা পাপকর্ম হয় না। সে তো পুণ্য আত্মাদেরই দুনিয়া, এখন এ হলো পাপের দুনিয়া। এখানে সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে, তোমরা সদাকালের জন্য পুণ্য আত্মা হয়ে ওঠো। তোমরা এতটাই পুণ্য কর্ম করো, যার জন্য অর্ধেক কল্প ধরে তোমাদেরকে পাপ আত্মা বলা হয় না। তখন তোমরা হয়ে

যাও, অবিনাশী পুণ্য আত্মা। এখানে অর্ধেক কল্পকাল পাপ আত্মা বলা হয়। এখানে ঘন ঘন অনেকেই দান - পূণ্য করতে থাকে। ভারত ভূখণ্ডকে কমপ্লিট (সম্পূর্ণ) ধর্মাত্মা বলা হয়। ভারতেই এই দান পুণ্য করা হয়ে থাকে। তোমরা এখন জানো যে - এই দুনিয়া ছেড়ে আমরা চলে যাব আর এই মৃত্যুলোকে তোমাদেরকে আসতে হবে না। এখন এই দুনিয়ার সমস্ত সামগ্রী তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য ট্রান্সফার করে থাকো। মানুষ ঈশ্বরের কাছে সবকিছু অর্পণ করে অর্থাৎ ট্র্যান্সফার করে তার পরবর্তী জন্মের জন্য। এখানে তোমরা সব কিছু ট্রান্সফার করে থাকো, ২১ জন্মের জন্য। তাহলে সেই পরিমাণে অনেক পুণ্য কর্ম করতে হবে, তাই না। তোমাদের থেকে কাদায় মাখা নোংরা বস্ত্র নিয়ে বাবা নুতন বস্ত্র দিয়ে থাকেন। পুরাতন গ্রহণ করে তা সোনার করে ফেরত দেন। যখন তোমরা সম্পূর্ণ সত্য হৃদয় থেকে বাবাকে অর্পণ কর, তখন বাবাও তোমাদেরকে পরিবর্তে সবকিছু দিয়ে থাকেন। তোমাদের পার্ট তো কত কল্পকাল ধরে চলে আসছে - এসব তো এই অবিনাশী ড্রামাতেই নির্ধারিত হয়েছিল যে - সকলেই ঘর সংসার ত্যাগ করেছেন। তা না হলে গোশালা কিরূপে হবে? ভাট্টি কিভাবে হয় তা, মানুষ জানে না! ওরা তো দেখায় যে - বিড়াল ছানা থেকে গেছিল ইত্যাদি।

বাচ্চারা, এখন এই সমস্ত জ্ঞান তোমরা জানো। অতঃপর সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না। তোমরা ২১ জন্ম ধরে রাজত্ব করবে, তারপর আবার পতনের দিকে যেতে থাকবে - ওখানে এই জ্ঞান থাকবে না। তোমাদের এখন ত্রিকালদর্শীর পার্ট চলছে। প্রধান হিরো হিরোইনের পার্ট তোমাদেরই। আর কারোর পার্ট নয়। অসুর থেকে দেবতা এবং দেবতা থেকে অসুর - তোমরা ভারতবাসীরাই হয়ে ওঠো। বাদবাকি মধ্যবর্তী কালের সবই হলো বাইপ্লটস। নাটকে মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টার খেলা চলতে থাকে, তাই না। অর্ধেক কল্পের পর দেবী-দেবতা ধর্ম লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে এই সমস্ত চক্র সর্বদা আবর্তিত হতে থাকে - তার ফলে তোমরা সকলকে তা বোঝাতে পারো। পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন পরম আত্মা, পরমধাম নিবাসী। বাবা বলেন যে - আমার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান ভরা রয়েছে। আমি মনুষ্য সৃষ্টির চৈতন্যময় বীজরূপ । লৌকিক বৃক্ষের বীজ তো জড়, শিব তো হলেন চৈতন্য। তাঁর প্রতিমার পুজা করা হয়।

আজকাল গভর্মেন্ট বৃক্ষের চারা রোপন করে। ইনি হলেন চৈতন্যময় বীজ, তিনি মনুষ্য সৃষ্টিরুপী বৃক্ষের বীজ । তিনি বলেন - আমার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টিরুপী বৃক্ষের নলেজ নিহিত রয়েছে। সুতরাং যদি কেউ বলে যে সে ১০০% রেস্টে রয়েছে, তখন তাকে এ'কথা বোঝাতে হবে যে ১০০% রেস্ট এখানে কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ এমনটা বলা যায় যে স্বর্গে ১০০% পবিত্রতা সুখ শান্তি বিরাজ করে। ওখানকার নামই তো হল স্বর্গ। বাবাকে বলা হয়ে থাকে সৎ শ্রী অকাল। যিনি সত্য বলেন। কোনও কাল তাঁকে খেতে পারে না। তাঁকে বলা হয় কালেরও কাল। বাবা বলেন, এ হলো হতশ্রী (ছিঃ ছিঃ) দুনিয়া। এই জঞ্জালের গাদায় আগুন লাগবেই । বাচ্চারা তোমরা এখন জানো যে, এই মহাভারতের লড়াই হলো মহা-কল্যাণকারী। মানুষ যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি করে থাকে শান্তি লাভের জন্য, অর্থাৎ ভাবে যাতে স্বর্গের গেট না খোলে। আর তোমরা হাততালি দিয়ে আনন্দে মগ্ন হয়ে যাও এই ভেবে যে - এই পুরাতন জঞ্জালে যখন অগ্নিসংযোগ হবে, তখনই তো তোমরা নতুন দুনিয়া বৈকুন্ঠে গমন করতে পারবে। এই বিনাশ জ্বালা, এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। যে বাবার হবে, সে-ই তো স্বর্গের মালিক হতে পারবে। বাদবাকি সকলকেই হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা জানো যে, এখন পুনরায় মুক্তিধামে ফিরে গিয়ে আবার সত্যযুগে এসে নিজের পার্ট রিপিট করতে হবে। সত্যযুগে এত সংখ্যক দেবী দেবতা কোথা থেকে এলো? মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠার জন্য - না করাতের প্রয়োজন, না হাতুড়ির আঘাতের প্রয়োজন। বাবা, তোমাদেরকে কড়িতুল্য থেকে হীরের সমান, পতিত থেকে পবিত্র করে তোলেন। যে যত নলেজ ধারণ করবে সে ততো উঁচু পদপ্রাপ্ত করতে পারবে। এখন সত্যযুগের রাজধানীর স্থাপনার কার্য চলছে। তোমরা জানো যে, তোমরা নিজেদের জন্য শ্রীমৎ অনুসারে এই স্বর্গের স্থাপনা করে চলেছ। যদি শ্রীমৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে কেউ নিজমতে চলতে থাকে, তখন তা রাবণের মত হয়ে যায় - সেই কারণেই প্রত্যেক কদমে তোমরা শ্রীমৎ নিতে থাকো। বাবা তোমাদেরকে জীবিত অবস্থাতেই ট্রাস্টি বানান। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কমপ্লিট (সম্পূর্ণ) দানী হয়ে উঠতে হবে। সত্য হৃদয়ে সমস্ত কিছু বাবাকে অর্পণ করে, নতুন দুনিয়ার জন্য এখান থেকে ওখানে ট্রান্সফার করে দিতে হবে।

২) জীবিত অবস্থাতেই ট্রাস্টি হতে হবে। প্রতি কদমে বাবার থেকে শ্রীমৎ নিতে হবে। কখনোই শ্রীমৎ থেকে বিমুখ হয়ে নিজের মনমতে চলবে না।

বরদানঃ- কম্বাইন্ড রূপধারী হয়ে, সেবাতে ভগবানের (খুদার) জাদুর অনুভব করা খোদার খিদমতগার ভব

নিজেকে শুধুমাত্র সেবাধারী নয় বরং ঈশ্বরীয় সেবাধারী ভেবে সেবা করো। এই স্মৃতির দ্বারা স্বরণ এবং সেবা নিয়তই কম্বাইন্ড হয়ে যাবে। যখন তোমরা খোদাকে খিদমত থেকে আলাদা করে দাও, তখন একলা হয়ে যাওয়ার জন্য সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ অনেক দূরের রাস্তা বলে মনে হয়। সেই কারণেই শুধুমাত্র খিদমতগার নয় বরং আমি খুদার খিদমতগার - এই নাম যেন সর্বদা স্মরণে থাকে, তবেই খুদার জাদুতে সেবা ভরপুর হয়ে যাবে আর অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- কর্মযোগী হয়ে উঠতে হলে কমল আসনধারী (পৃথক এবং প্রিয়) হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;